যুগান্তর

তারিখ ... 10 FEB. 2015
পৃষ্ঠা - ৬ - কলাম - ৫

প্রকল্প প্রস্তাব আজ উঠছে একনেকে

# ঝরে পড়া রোধে এবার ছাত্রদের উপবৃত্তি

মুসতাক আহমদ/মামুন আবদুল্লাহ

সরকার প্রথমবারের মতো উচ্চ মাধ্যমিকে ছাত্রদেরও উপবৃত্তি দেবে। এ স্তরে এতদিন শুধু ছাত্রীদের উপবৃত্তি দেয়া হতো। এর ফলে দিন দিন শিক্ষায় নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ছে। কিন্তু বিপরীত দিকে ছাত্রদের ঝরে পড়ার হারও বাড়ছে। তাই ছাত্রদের লেখাপড়ায় ধরে রাখতে এখন নতুন করে তাদেরও উপবৃত্তি দেয়া হবে। এ লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় 'উচ্চ মাধ্যমিক উপবৃত্তি প্রকল্প' নামে নতুন একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। ৫১২ কোটি ৭৫ লাখ ৩৪ হাজার টাকা ব্যয়ের এ প্রকল্প তিন বছরে বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি অনুমোদনের জন্য আজ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) বৈঠকে উপস্থাপনের কথা রয়েছে। এতে সভাপতিত্ব করবেন প্রধানমন্ত্রী ও একনেক চেয়ারপারসন শেখ হাসিনা।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ যুগান্তরকে বলেন, 'ছাত্রীদের লেখাপড়া এগিয়ে নিতে উপবৃত্তি প্রথা চালু করা হয়েছিল। আমরা এর সুফল পেয়েছি। তবে গেল কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, ছাত্রদের ঝরে পড়ার হার বাড়ছে। উপবৃত্তির ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রদেরও অন্তর্ভুক্ত করে সুফল পাওয়া গেছে। এ জন্য আমরা এখন এ স্তরে ছাত্রদেরও অন্তর্ভুক্ত করছি। তবে এ জন্য ছাত্রী উপবৃত্তির হার কমানো হচ্ছে না।'

প্রকল্প প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে অধ্যয়নরত মোট শিক্ষার্থীর ৪০ শতাংশ ছাত্রী এবং ১০ শতাংশ ছাত্র উপবৃত্তির আওতায় আসবে। এই উপবৃত্তির জন্য বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীরা অগ্রাধিকার পাবে। এ সুবিধা পাওয়া যাবে বাবা বা অভিভাবকের বার্ষিক আয় ১ লাখ টাকার নিচে হলে। এদিকে উপবৃত্তি বিতরণ প্রক্রিয়ায় অনিয়ম বিশেষ করে অর্থ মেরে দেয়ার বেশ অভিযোগ রয়েছে। এ কারণে এবার সরাসরি শিক্ষার্থীদের কাছে অর্থ পৌছানোর প্রস্তাবনা রয়েছে। শিক্ষক বা উপজেলায় প্রথাগত ব্যাংকিং ব্যবস্থার বাইরে অনলাইন পদ্ধতির মাধ্যমে (মোবাইল, বিকাশ বা অন্য কোনো সহজ পদ্ধতি) সরাসরি শিক্ষার্থীদের কাছে অর্থ পৌছান হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

এ বিষয়ে প্রকল্পটির দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিকল্পনা কমিশনের আর্থসামাজিক অবকাঠামো বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য হুমায়ুন খালিদ সোমবার যুগান্তরকে জানান, এ প্রকল্পের মাধ্যমে দরিদ্র শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা অর্জন সহজ হবে। নারীশিক্ষা অর্জনে সহায়ক হবে। শিক্ষার্থী ভর্তির হার বৃদ্ধি পাবে। তাই এ প্রকল্পটি জাতীয় শিক্ষানীতি ও চলমান ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এসব বিবেচনায় উপবৃত্তি : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

## উপবৃত্তি : ছাত্রদের

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

প্রকল্পটি একনেকে অনুমোদনের সুপারিশ করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, নারীশিক্ষা উৎসাহিত, ছেলে-মেয়ের মধ্যে শিক্ষার বৈষম্য দূরীকরণ, মেয়েদের শিক্ষার হার বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়ন, পরীক্ষার পাসের হার বাড়ানোসহ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় দেশব্যাপী ষষ্ঠ থেকে স্নাতক পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের মাঝে উপবৃত্তি কার্যক্রম চালু করা হয়। বর্তমানে সারা দেশে ৫টি প্রকল্পের মাধ্যমে ষষ্ঠ থেকে স্নাতক (পাস) পর্যন্ত উপবৃত্তি চালু রয়েছে। এর মধ্যে তিনটি প্রকল্পের মাধ্যমে সারা দেশে মাধ্যমিক পর্যায়ে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। তাছাড়া উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান (চতুর্থ পর্যায়) প্রকল্পের মাধ্যমে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে এবং স্নাতক পাস ও সমমানের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান শীর্ষক একটি প্রকল্পের মাধ্যমে স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি কার্যক্রম চালু রয়েছে। উপবৃত্তি স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলার জন্য প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করা হয়েছে।

এ প্রকল্পের মাধ্যমে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী পর্যায়ে ৪০ শতাংশ করে গরিব ছাত্রী ও ১০ শতাংশ ছাত্রকে টিউশন ফি ও পরীক্ষার ফি প্রদান, বই ক্রয় এবং আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি কেনার জন্য অর্থ প্রদান করা হবে। এ প্রকল্পে যুক্ত হয়ে উপবৃত্তি প্রাপ্তির শর্তগুলো হল : মা-বাবা বা অভিভাবকের জমির পরিমাণ ৭৫ ডেসিমেলের নিচে হবে, মা-বাবা বা অভিভাবকের বার্ষিক আয় ১ লাখ টাকার নিচে, দুস্থ ও অসহায় গোষ্ঠী (যেমন এতিম ও অনাথ) অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান, উপার্জনে অসমর্থ (যেমন— পঙ্গু, অন্ধ, বোবা ইত্যাদি) মা-বাবার সন্তান। নদীভাঙনকবলিত-বাস্তুহারা অসচ্ছল পরিবারের সন্তান, নিম্ন আয়ের শ্রমজীবী (যেমন— রিকশাচালক, দিনমজুর ইত্যাদি), সব চরম প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী এবং শিক্ষাবর্ষে ন্যূনতম ৭৫ শতাংশ ক্লাসে উপস্থিতি।